Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.153-157
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলার লোক উৎসব ভাদু ও বিষয় বৈচিত্র্যে ভাদুগান

সুতপা সিংহ মহাপাত্র
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Bengalis are a festival-prone nation, with thirteen Parbans in its twelve months as well as several folk festivals. Folk festivals are festivals celebrated by folk people. The festival starts from the first day of Bhadra month, Bhadu is established on the first day of Bhadra month and Bisarjan on Sankranti day. In some places Vadu is worshiped in abstract form and in other places as Vadu Murthy, this Vadu Murthy is very similar to Lakshmi Murthy. Nowadays, the popularity of Vaadu festival has waned due to modern technological entertainment media being easily available to people and the urge for career oriented life. At present this festival is celebrated only on the day of Bhadra Sankranti in some places of Greater Bengal.

Keywords: Parbans, Bhadu, Bengal.

বাঙালি উৎসব প্রবণ জাতি, তার বারো মাসে তেরো পার্বণের পাশাপাশি বেশ কিছু লোক উৎসব রয়েছে। লোক উৎসব হল লোক মানুষের দ্বারা পালিত উৎসব। লোক বলতে আমরা বুঝি একই ভৌগলিক অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমষ্টি যারা একে অপরের বা পরস্পর পরস্পরের দৈনন্দিন আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করে। বাংলার রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত একটি জনপ্রিয় লোক উৎসব ভাদু, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের কিছু অঞ্চলে ভাদু উৎসব পালিত হয়। ভাদু মূলত মেয়েলি উৎসব, সমস্ত শ্রেণীর মহিলারাই এই উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে এই উৎসবের সূচনা, ভাদ্র মাসের প্রথম দিন ভাদু প্রতিষ্ঠা করা হয় ও সংক্রান্তির দিন বিসর্জন করা হয়। কোন কোন স্থানে ভাদু বিমূর্ত রূপে আবার কোথাও ভাদু মূর্তিতে পুজিত হন, এই ভাদুমূর্তি অনেকটা লক্ষ্মী মূর্তির মত। এই পুজোয় পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না সাধারণ কিছু ঘরোয়া উপকরণ গজা, জিলিপি, মুড়কি,তালের বড়া ইত্যাদি দিয়ে ভাদু পূজা করা হয়। মেয়েরা গানের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, অনুভূতি, কামনা,বাসনা ভাদুর কাছে প্রকাশ করে ভাদুর আরাধনা করে। ভাদু উৎসবকে কেন্দ্র করে মেয়েদের মুখে মুখে রচিত এই গান ভাদুগান নামে পরিচিত।

ভাদু উৎসব নিয়ে বিভিন্ন লোককাহিনী প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে একটি কাহিনীতে জানা যায় পঞ্চকোট রাজ নীলমনি সিং দেও এর সর্বগুণ সম্পন্না ও প্রজাদরদি কন্যা ছিলেন ভদ্রাবতী, ডাকনাম ভাদু তিনি অকালে প্রয়াত হন তবে তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। একটি মতে ভদ্রাবতীর বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর তার ভাবি স্বামীর অকাল মৃত্যু হয়। ভদ্রাবতী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে

আত্মহত্যা করেন। অন্য একটি মতে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ভাদুর অকাল মৃত্যু হয়। ভদ্রাবতীর অকাল প্রয়াণে রাজা ও প্রজাগন গভীরভাবে শোকাহত হন, পরে রাজা ভদ্রাবতী কে চিরদিন জনমানসে স্মরণে রাখার জন্য ভাদু উৎসব প্রচলন করেন। ভদ্রাবতী পুরুলিয়া রাজ পরিবারের কন্যা তবে তিনি নীলমনি সিং দেও এর কন্যা ছিলেন কিনা সে বিষয়ে মতান্তর রয়েছে। আবার অন্য একটি মতে ভাদ্র মাস থেকে ভাদু শব্দটি এসেছে। কেউ কেউ মনে করেন ভাদু মানে লক্ষী। লক্ষ্মী বিভিন্ন সময়ে পূজিত হন, ভাদ্র মাসের লক্ষ্মী কে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য ভাদু উৎসবের প্রচলন হয়। কোন কোন গবেষকের মতে ভাদু বীরভূমের ভূমিকন্যা তাই বীরভূমে ভাদু পূজার প্রসার বেশি। আবার অনেকে বর্ধমানে ভাদুর উৎপত্তি বলে মনে করেন। অবিভক্ত বর্ধমানের খনি অঞ্চলে 'ভাদা গান' বলে এক ধরনের লোক গান প্রচলিত ছিল, এখনো বর্ধমানের কিছু কিছু অঞ্চলে এই গানের প্রচলন রয়েছে। এই ভাদা গান থেকে ভাদু গান ও ভাদু পূজার উৎপত্তি। অনেকের মতে মেয়েলী ব্রত ভাদুলি থেকে ভাদু উৎসবের উৎপত্তি হয়েছে। তবে ভাদু কাশিপুর রাজ পরিবারের কন্যা এই মতটিই অধিক প্রচলিত।

ভাদু উৎসবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ভাদু গান। গ্রামীণ মহিলারা মুখে মুখে এই গান রচনা করেন, সাধারণ গ্রামীণ মহিলাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস-সংস্কার, দৈনন্দিন জীবনের জটিলতা, ঈর্ষা, পারস্পারিক সমবেদনা ইত্যাদি সহজ সরল জীবনের নানা চিত্র ফুটে ওঠে এই ভাদু গানে। কয়েক লাইনের ছড়া জাতীয় ভাদু গানও রয়েছে, এই গান গুলির মধ্যে সমাজ জীবনের কিছু অসঙ্গতির চিত্র ধরা পড়েছে। কিছু কিছু ভাদু গানে পৌরাণিক বিষয়ও স্থান পেয়েছে, পৌরাণিক বিষয় নিয়ে রচিত ভাদু গানে ভাদুর দৈবী মহিমা অপেক্ষা তার মানবীরূপ বেশি জনপ্রিয়। ভাদু গানে ভাদুকে মূলত কন্যারূপে, তবে তাকে কখনো কখনো মাতৃরূপে বা সখী রূপে সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কখনো তিনি দেবী রূপেও পূজিত হন। ভাদ্র মাসের প্রথম দিনটিতে ভাদুর আগমনী গান গাওয়া হয়। ভাদুর বিমুর্ত মূর্তি কল্পনা করে মেয়েরা গান গায়-

আমার ঘরকে ভাদু এলেন
কুথাকে বসাবো
পিয়াল গাছের তলায় আসন পাতবো না না,
আমার সোনার ভাদুকে কোলে তুলে লিব।।
ভাদু খাবেক কড়কড়া
মোতির দাঁতে আওয়াজ দিবে
কুটুর মুটুর মড়মড়া।

ভাদু এখানে কন্যা, সোনার বরণ ভাদুকে কোলে তুলে আদর করা যায়, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার করে তাকে অতি তুচ্ছ ঘরোয়া উপকরণ কড়কড়া খেতে দেওয়া যায়। অন্য একটি আগমনী ভাদু গানে ভাদুকে দেবীরূপে পূজার কথা বলা হয়েছে-

ভাদুরানি আইলো আজই মোদের প্রাঙ্গণে
খুশির জোয়ার বইছে মোদের পরানে
মোদের ভাদু আগমনে পুজো করবো সারা রাতি
জ্বালিয়ে সবাই মাটির বাতি
ফুল দিয়ে করব পুজো ভাদুর চরণে।

কাশীপুরের মহারাজার ভাদু পূজার কথাও একটি ভাদুগানে পাওয়া যায়-

কাশীপুরের মহারাজা
সে করে ভাদুর পূজা
হাতেতে মা জিলিপি খাজা
পায়েতে ফুল বাতাসা।

কিছু কিছু ভাদুগানে গার্হস্থ্য জীবন যন্ত্রণার কথা ফুটে উঠতে দেখা যায়।

হলুদ বনের ভাদু তুমি হলুদ কেন মাখো না
শাশুড়ি ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজেনা।

ভাদু এখানে গৃহবধূ তাই তিনি শাশুড়ি ননদের ভয়ে ভীত। শাশুড়ি, ননদ, দেওরের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় ভাদু বাপের বাড়ি এসে মাকে বলে-

শ্বশুর ঘরে যাব নাই মা
ধরে মারে শাশুড়ি
শাশুড়ি তে ধরে মারে
শ্বশুর কিছু বলে না
গুণের দেওর গাল দেয় মা
জানে পাড়া পরগনা।

শাশুড়ি ননদের থেকেও ভয়ংকর হলো সতীন সে ভাদুর ও ক্ষতি সাধন করতে পারে তাই অন্য একটি গানে ভাদুর ক্ষতির আশঙ্কায় তাকে সাবধান করা হয়েছে-

উত্তরপাড়া যাইও ভাদু
নামোপাড়া যাইও না
মাঝপাড়াতে সতীন আছে
পান দিলে পান খেওনা।

বেশ কিছু গানে ভাদুর সাজসজ্জার চিত্র পাওয়া যায়-

ও দোকানি দোকান খোলো
লিব পাউডার হিমানি
আমার ভাদু মাথা বাঁধবে
পয়সা লিও না দোকানি।

অন্য একটি ভাদু গানে কন্যা ভাদুকে সোনার মুকুট ও জামদানি শাড়ি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে-

ভাদু আমার গরবিনী
ওগো আমার ভাদু মনি
মাথায় দিব সোনার মুকুট
শাড়ি দিব জামদানি।

লোক বিশ্বাস-সংস্কারের কথা কিছু কিছু ভাদু গানে পাওয়া যায়-

আমার ভাদুর একটি ছেল্যা
কুলতলে বই খেলে না
কন বিড়ালী ধুলা দিলি
গায়ের বরণ ফেরেনা।

আধুনিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ও ভাদু গানে স্থান পেয়েছে-

ভাদু করি যে মানা
তুমি রামপুরহাটের সিনেমা যেও না।
ভাদু চাই ম্যাক্সি জামা
আমরা করি গো মানা
কলিকালের এই ঘটনা
বাপ মা করে যে মানা।

পৌরাণিক প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত পাঁচালী জাতীয় ভাদু গান গুলিতে রামায়ণ, মহাভারত সহ বিভিন্ন পৌরাণিক প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। তবে গানগুলিতে পৌরাণিক প্রসঙ্গ অপেক্ষা সামাজিক বিষয়গুরুত্ব পেয়েছে যেমন 'সাবিত্রী সত্যবান'পালা অবলম্বনে রচিত একটি ভাদু গানে কুলীন সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে-

এক ছিল কুলীনের বিটি,
সাবিত্রী নাম তার।
ষোল বছর বয়স কন্যার
কেমনে হবে পার?
কন্যা বলে ভাবছ কি মা
যার যা আছে কপালে।
সাবিত্রী আর সত্যবান;
দুইজনে যায় পাঠশালে।

ভাদ্র সংক্রান্তির পরের দিন ভাদুর বিসর্জন। ভাদুকে ফুলে মালায় সজ্জিত করে চোখের জলে বিদায় জানানো হয়-

বিদায় দিব কেমনে/বলো না ভাদু
মোদের মন কইরেছো চুরি
দিয়ে তোমার জাদু
যাচ্ছ তুমি যাও মাগো
আবার আইসো ফিরে
ভুইল্যো না ভুইল্যো না মোরে ।

ভাদু বিসর্জনের অন্য একটি গানে কন্যা ভাদুকে বিদায় জানিয়ে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার চিত্র ফুটে উঠেছে-

ভাদু যেওনা জলে
কোলের ভাদু যাইওনা মোদের ছেড়ে।
গটা ভাদর থাকলে ভাদু গো

মা বলে তো ডাকলে না
যাবার সময় রগড় নিলে
মা বিনে তো যাব না।

ভাদু বিদায়ের সময় শুধু মা নয় কন্যা ভাদুর হৃদয় ও ভারাক্রান্ত তাই মা কন্যাকে সান্ত্বনা দেন-

ভাদু কাঁইদছ কেনে
আর বছরকে আইনবো গো এমন দিনে।

একসময় রাঢ় বাংলায় সমগ্র ভাদ্র মাসেই ভাদু উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হত। গ্রামের সর্বস্তরের মহিলারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় একত্রিত হয়ে গান গেয়ে এই উৎসব পালন করতেন। গ্রামীণ মহিলাদের অবসর বিনোদনের মাধ্যম ছিল এই উৎসব। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তিগত বিনোদন মাধ্যম মানুষের কাছে সহজলভ্য হওয়ায় এবং পেশামুখী জীবন জীবিকার তাগিদে ভাদু উৎসবের জনপ্রিয়তা অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে। বর্তমানে শুধুমাত্র ভাদ্রসংক্রান্তির দিন রাঢ় বাংলার কিছু কিছু স্থানে এই উৎসব পালিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য,'বাংলার লোক সাহিত্য', প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪, প্রকাশক শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য।
২। বরুণ কুমার চক্রবর্তী,'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।
৩। জীবেশ নায়ক,'লোকসংস্কৃতি বিদ্যা ও লোক সাহিত্য', প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১০।
৪। বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি,'দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি'।
৫। যুধিষ্ঠির মাজী, 'ভাদুগীতির ইতিকথা'।
৬। সুব্রত চক্রবর্তী, 'ভাদু'।